নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার

পর্যবেক্ষণ

সংখ্যা- ১ । ২০১৯

ইউরোপীয় ইউনিয়নের EIDHR কর্মসূচির অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান' প্রকল্পের অধীনে প্রকাশিত একটি অর্ধবার্ষিক নিউজলেটার

বাংলাদেশ মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কেন্দ্রীয় ককাসের বার্ষিক সম্মেলন

বাংলাদেশ মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কেন্দ্রীয় ককাসের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিনিধি ও অতিথিরা - নিউজ নেটওয়ার্ক

২০১৮ সালের ৮ ডিসেম্বর রংপুরে মানবাধিকার রক্ষাকারীদের কেন্দ্রীয় ককাস 'বাংলাদেশ মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ফোরাম' (বিএইচআরডিএফ)-এর প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, দিনাজপুর, নীলফামারী, সাতক্ষীরা, রাজশাহী ও যশোর থেকে প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগ দেন। দিনব্যাপী সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন বিএইচআরডিএফ সভাপতি মোশফেকা রাজ্জাক।

প্রথম অধিবেশনে বিএইচআরডিএফের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান মিলন বার্ষিক প্রতিবেদন-২০১৮ উপস্থাপন করেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অ্যাডভোকেট এএএম মুনীর চৌধুরী। অতিথি বক্তা ছিলেন নিউজ নেটওয়ার্কের সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শহীদুজ্জামান এবং উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থার (ইউএসএস) নির্বাহী পরিচালক আলাউদ্দিন আলী। সম্মেলন শেষে ফোরামের সহসভাপতি মো. শফিকুল হক ছুটু অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানান।

এই ফোরামের কার্যক্রম 'বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান' শীর্ষক চলমান একটি প্রকল্পেরই অংশ। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে নিউজ নেটওয়ার্ক প্রকল্পটি ইউএসএসের সহায়তায় বাস্তবায়ন করছে।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ও প্রতিনিধিরা এই আয়োজনের প্রশংসা করেন এবং ফোরাম শক্তিশালীকরণ, ২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা, তহবিল সংগ্রহ, অন্যান্য মানবাধিকার গ্রুপ, সাংবাদিক ও অংশীজনদের সঙ্গে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা করেন। তারা বিএইচআরডিএফের সংবিধানও অনুমোদন করেন এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য একটি আইন করার দাবি জানান।

নয় সদস্যের নির্বাহী কমিটি নিয়ে ২০১৮ সালের ১৭ জুলাই বিএইচআরডিএফ গঠন করা হয়। তাদের মধ্যে মোশফেকা রাজ্জাক ও হাবিবুর রহমান মিলন যথাক্রমে এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কমিটির অন্য পদগুলোতে আছেন– সহসভাপতি মো. শফিকুল হক ছুটু, যুগ্ম সম্পাদক মিল্লাদুর রহমান মামুন, কোষাধ্যক্ষ সায়েদা ইয়াসমিন রূপা এবং নির্বাহী সদস্য এম. কামরুজ্জামান, রেমন রহমান, অ্যাডভোকেট আঞ্জুমান আরা শাপলা ও মাহবুবুল ইসলাম। এছাড়া বিএইচআরডিএফের উপদেষ্টা হিসেবে মো. সারওয়ার মানিক, মো. আকবর হোসেন, ড. এস.এম শফিকুল ইসলাম কানু, মো. আনিসুর রহিম ও একেএম সামিউল হককে নির্বাচিত করা হয়।

এই সংখ্যায়

'বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান'	৩	
বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষায় যথাযথ আইন ও কার্যকর পদ্ধতির অভাব	৫	
ককাস কমিটির সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্ব উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৬	
সাংবাদিকদের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	৭	
মানবাধিকার সাংবাদিকতা ফেলোশিপ সম্পন্ন করলেন নারী সাংবাদিকরা	৮	

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে পরিচালিত একটি প্রকল্প

প্রকল্প বাস্তবায়নে নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা

এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু কোনোভাবেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন নয়

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে এখনও নারী ও মেয়েরা ন্যায়বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত। লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এখানে খুব সাধারণ ঘটনা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ২০১৫ সালে প্রতি পাঁচজন নারীর ৪ জন বা ৮০ শতাংশ কোনো না কোনো ধরনের সহিংসতার শিকার। এর মধ্যে পারিবারিক সহিংসতা, এসিড হামলা, ধর্ষণ, পাচার, বাল্যবিয়ে, বিয়ে বিচ্ছেদ, যৌতুকের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্যা মোকাবেলায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় 'বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান' নামে তিন বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প ২০১৮ সালের জানুয়ারি থেকে বাস্তবায়ন করছে নিউজ নেটওয়ার্ক ও উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থা (ইউএসএস)।

এই প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারী এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে রয়েছেন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিক (সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও প্রতিবেদক); সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণে আগ্রহী নারী ও সৃজনশীল নারী সাংবাদিক; সুশীল সমাজ ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ; ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার মানবাধিকার কর্মী।

প্রকল্পটি রংপুর এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সাতক্ষীরা, যশোর, রাজশাহী, নীলফামারী, দিনাজপুর, লালমনিরহাট ও কুড়িগ্রামে বাস্তবায়ন হচ্ছে। জেলাগুলো বাল্যবিয়ে, নারী পাচার, অবৈধ অভিবাসন, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালান এবং জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তির জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকারভোগীরা রাষ্ট্রীয় কোনো মাধ্যমে অথবা সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে কমিউনিটির দ্বারা লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, যৌন হয়রানি, বৈষম্য, কালিমালেপন, মৌখিক নির্যাতন এবং অনলাইন বা অফলাইনে ব্যক্তিগত সুনামের ওপর আঘাত মোকাবেলায় সক্ষম হয়ে উঠবেন। পাশাপাশি চ্যালেঞ্জ, ঝুঁকি ও হুমকি মোকাবেলায় দক্ষতা অর্জন ও সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হবেন।

শহীদুজ্জামান
সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
নিউজ নেটওয়ার্ক

প্রকল্পভুক্ত এলাকা (লাল চিহ্নিত)

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে নতুন প্রকল্প

‘বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান’

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে ২০১৮ সালের ১৫ মে ‘বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান’ নামের প্রকল্পটি উদ্বোধন হয়। সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, এনজিও সদস্য এবং ধর্মীয় নেতা ও মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের পেশাগত সক্ষমতা উন্নয়নে এটি এ ধরনের প্রথম প্রকল্প, যার লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষিত রাখা ও এর পক্ষে প্রচারণা চালানো। তিন বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ হবে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে।

উদয়াঙ্কুর সেবা সংস্থার (ইউএসএস) সহযোগিতায় নিউজ নেটওয়ার্ক দেশের আটটি জেলায় এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। জেলাগুলো হচ্ছে– রাজশাহী, যশোর, সাতক্ষীরা, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, দিনাজপুর ও কুড়িগ্রাম।

ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীরা - নিউজ নেটওয়ার্ক

প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে ডেলিগেশন অব ইউরোপীয় ইউনিয়নের সেকেন্ড সেক্রেটারি ও টিম লিডার (গভর্ন্যান্স) অড্রে ম্যাইলট - নিউজ নেটওয়ার্ক

ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক অংশগ্রহণকারী - নিউজ নেটওয়ার্ক

ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে প্রকল্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশে ডেলিগেশন অব ইউরোপীয় ইউনিয়নের সেকেন্ড সেক্রেটারি ও টিম লিডার (গভর্ন্যান্স) অড্রে ম্যাইলট। অনুষ্ঠান সঞ্চালনার পাশাপাশি প্রকল্পটি উপস্থাপন করেন নিউজ নেটওয়ার্কের সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শহীদুজ্জামান।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের সভাপতি আয়শা খানম ও জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শামসুদ্দিন আহমেদসহ গণমাধ্যম ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন। বাংলাদেশে ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিনিধিদলের ফার্স্ট সেক্রেটারি (রাজনৈতিক) এরিকা হ্যাজনস ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার (গভর্ন্যান্স ও মানবাধিকার) লায়লা জেসমিন বানু অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

অড্রে ম্যাইলট অনুষ্ঠানে বলেন, ‘ইউরোপীয় ইনস্ট্রুমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসের (EIDHR) আওতায় নিউজ নেটওয়ার্ক এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। EIDHR হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি ব্যবস্থা; যার লক্ষ্য সুশীল সমাজের উদ্যোগকে সহায়তার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা প্রচার করা।’

তিনি বলেন, ‘এই প্রকল্প গ্রামাঞ্চলের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের জন্য সমন্বিত সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের মনো-সামাজিক, চিকিৎসা ও আইনি সহায়তার মতো সেবা প্রাপ্তিতে সহায়ক হবে।’

অনুষ্ঠানে বক্তারা প্রকল্পের প্রশংসা করে বলেন, দেশের বেশিরভাগ নারীই কোনো না কোনোভাবে সহিংসতার শিকার। প্রায়ই নানাভাবে নারীর অধিকার লঙ্ঘিত হয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের নারীদের সুবিচার ও সম্পদ প্রাপ্তির সুযোগ সীমিত। তাছাড়া মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা সুসংগঠিত নন এবং নারীর অধিকার রক্ষায় তাদের সক্ষমতাও অনেক কম। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীরা যাতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারেন সে জন্য তাদের উৎসাহিত করতে এবং সক্ষমতা বাড়াতে এই প্রকল্প একটি উদাহরণ ও নতুন ধারা তৈরি করবে।

প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য, উপকারভোগী ও মূল কার্যক্রম

আলোচ্য প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারী এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সহায়তা প্রদান।

মূল প্রত্যাশিত ফল

- প্রচারণা চালানো, নেটওয়ার্কিং, সমন্বয়, সহযোগিতা ও প্রতিবাদে আওয়াজ তোলা। পাশাপাশি গ্রামীণ এলাকার নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা যে ধরনের চ্যালেঞ্জ, ঝুঁকি ও হুমকির মুখে পড়তে পারে তা চিহ্নিত করতে কার্যকর প্ল্যাটফর্ম ও নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।
- গ্রামীণ এলাকার নারীর মানবাধিকার রক্ষাকারীদের ভূমিকার স্বীকৃতি ও প্রচার এবং নারী ও মেয়েরা যাতে তাদের অধিকারসমূহ পরিপূর্ণভাবে ভোগ করতে পারে; কাজের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জ, ঝুঁকি ও হুমকি থেকে তারা যাতে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারে সে জন্য তাদের সক্ষমতা বাড়ানো।
- গ্রামীণ এলাকার নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের জন্য সমন্বিত সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা তাদের সামনে মানসিক-সামাজিক, চিকিৎসাগত ও আইনিসহায়তামূলক সেবা প্রদানের সুযোগ তৈরি করবে।
- ভালো শিক্ষা ও চর্চাগুলো নথিভুক্তকরণ এবং সেগুলো প্রচার করা।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপবিষ্ট (বাঁ থেকে) বাংলাদেশে ডেলিগেশন অব ইউরোপীয় ইউনিয়নের ফার্স্ট সেক্রেটারি এরিকা হ্যাজনস, প্রোগ্রাম ম্যানেজার (গভর্ন্যান্স ও মানবাধিকার) লায়লা জেসমিন বানু, মহিলা পরিষদ সভাপতি আয়শা খানম, নিউজ নেটওয়ার্ক সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শহীদুজ্জামান এবং সিনিয়র সাংবাদিক ও মিডিয়া বিশেষজ্ঞ শামসুদ্দিন আহমেদ। বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে ডেলিগেশন অব ইউরোপীয় ইউনিয়নের সেকেন্ড সেক্রেটারি ও টিম লিডার (গভর্ন্যান্স) অড্রে ম্যাইলট

- নিউজ নেটওয়ার্ক

প্রকল্পের উপকারভোগী

এই প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে রয়েছেন প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও সোশ্যাল মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিক (সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও প্রতিবেদক); সাংবাদিকতা পেশা গ্রহণে আগ্রহী নারী ও সৃজনশীল নারী সাংবাদিক; সুশীল সমাজ ও নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ; ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এবং নির্যাতন বা সহিংসতার শিকার মানবাধিকার কর্মী। এছাড়া গ্রামীণ সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ এবং গ্রামের ধর্মীয় নেতা; যারা নারী ও মেয়েদের অধিকার প্রচারে কাজ করছে তারাও এই প্রকল্পের অন্যতম উপকারভোগী।

মূল কার্যক্রম

- সংবেদনশীলতা ও প্রচারণার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও জেলা পর্যায়ে কর্মশালা;
- গ্রামের নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষায় নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মী এবং তাদের সক্ষমতার ঘাটতি চিহ্নিত করা;
- গ্রামের নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষায় নিবেদিত গ্রামীণ সাংবাদিক, সুশীল সমাজ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সহযোগিতা প্রদান এবং তাদের সাংগঠনিক কমিটি ও নেটওয়ার্ক জোরদার করা;
- কমিটির সভা আয়োজন করা এবং নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সঙ্গে প্রচারণা চালানো, নেটওয়ার্ক তৈরি, সমন্বয় ও সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরিতে কমিটিকে সহায়তা দেওয়া;
- নিজেদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা, প্রচারণা চালানো, আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া ও নথি ভুক্ত করা এবং নারী ও মেয়েদের অধিকার বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরির জন্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ, নিরাপত্তা পরিকল্পনা গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে গ্রামীণ নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া;
- সম্ভাবনাময় তরুণ নারী গণমাধ্যমকর্মীদের ফেলোশিপ প্রদান;
- গ্রামের নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের চিকিৎসা ও মানসিক-সামাজিক সহায়তা, আইনগত উপদেশ এবং অন্য যে কোনো ধরনের সহায়তা প্রদান করা। এছাড়া যারা আটক বা কারাগারে বন্দি আছে তাদের এবং তাদের স্বজনদের একই ধরনের সহায়তা দেওয়া;
- হুমকি বা বিপদের মুখে থাকা নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মী এবং তাদের পরিবার/সন্তানদের জন্য অস্থায়ী পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা;
- আইন ও নীতিমালা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ এলাকার নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের অংশগ্রহণে সহায়তা দেওয়া এবং
- বৈষম্যমূলক আইন ও তার প্রয়োগ বন্ধে এবং নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ ও নিষেধাজ্ঞা মোকাবেলায় সহযোগিতা প্রদানে প্রচারণা চালানো।

বাংলাদেশে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সুরক্ষায় যথাযথ আইন ও কার্যকর পদ্ধতির অভাব

নীলফামারীতে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনাকারী দলের মতবিনিময় - নিউজ নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বেশিরভাগই অরক্ষিত এবং তাদের অধিকারগুলো মোটেও স্বীকৃত নয়।

'গ্রামাঞ্চলের নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে গ্রামাঞ্চলের নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের সক্ষমতার ঘাটতি চিহ্নিতকরণে একটি মূল্যায়ন' শিরোনামে নিউজ নেটওয়ার্ক পরিচালিত সাম্প্রতিক এক মূল্যায়ন সমীক্ষা অনুযায়ী, বিশেষ করে দূরবর্তী জেলার মানবাধিকার রক্ষাকর্মীরা স্থানীয় প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক দলের কর্মী এবং আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থাসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হন। মূল্যায়ন সমীক্ষাটির মাধ্যমে ওইসব চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা হয়, যার মধ্যে রয়েছে শারীরিকভাবে হামলা, হয়রানি ও জীবননাশের হুমকি।

সমীক্ষা পরিচালনাকারী দলের সদস্যরা আটটি জেলায় নারীর মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের নেতা ও ধর্মীয় নেতাদের মতো গ্রামাঞ্চলের সম্ভাব্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চার ধরনের রক্ষাকর্মীর মতামত গ্রহণ করেন। জেলাগুলো হচ্ছে দিনাজপুর, যশোর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রাজশাহী, রংপুর ও সাতক্ষীরা।

এই সমীক্ষার উদ্দেশ্য ছিল নীতিমালা প্রণয়নকারীদের সঙ্গে মানবাধিকার বিষয়ে মতবিনিময়, নারীর অধিকার সুরক্ষাকারী এবং মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের বিদ্যমান সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং তার ভিত্তিতে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে মূল্যায়ন সমীক্ষায় বেশ কিছু উদ্যোগের সুপারিশ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে– মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো, ঝুঁকি বিশ্লেষণের বিষয়ে তাদের বোধশক্তি বাড়ানো, নিরাপত্তা পরিকল্পনা, মতবিনিময় ও সুপারিশ এবং নারী ও মেয়েদের অধিকারের বিষয়ে সোচ্চার হতে ও রক্ষা করতে দেশজুড়ে মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের একটি কার্যকর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা।

দিনাজপুরে মতবিনিময় সভায় মূল্যায়ন সমীক্ষা পরিচালনাকারী দলের সদস্যরা - নিউজ নেটওয়ার্ক

ককাস কমিটির সদস্যদের মধ্যে নেতৃত্ব উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

জেলা পর্যায়ে বাংলাদেশ মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ফোরাম বা ককাস সদস্যদের নেতৃত্ব উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক তিনদিনের তিনটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে ছিলেন সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ। এতে মোট ৫৬ জন ককাস নির্বাহী সদস্য প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ছিল ককাস সদস্যরা যাতে ফোরামের কার্যক্রম কার্যকরভাবে পরিচালনা এবং নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষিত রাখতে পারেন।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে ওইসব প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যশোর, রংপুর ও নীলফামারীতে কর্মশালাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের আট জেলায় বাস্তবায়নাধীন 'বাংলাদেশে নারী ও মেয়েদের অধিকার সুরক্ষাকারীদের সহায়তা প্রদান' প্রকল্পের আওতায় এসব প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

নীলফামারীতে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয় ২০১৮ সালের ৬-৮ সেপ্টেম্বর। কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলা ককাসের নির্বাহী সদস্যরা এতে অংশ নেন। এছাড়া রাজশাহী, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলা

যশোরে ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

নীলফামারীতে ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের দলীয় কাজ - নিউজ নেটওয়ার্ক

ককাসের নির্বাহী সদস্যরা ২০১৮ সালের ১৬-১৮ নভেম্বর যশোরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এবং দিনাজপুর ও রংপুর জেলা ককাসের নির্বাহী সদস্যরা ২০১৮ সালের ২৩-২৫ নভেম্বর রংপুরে আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

বিশেষজ্ঞ এবং প্রকল্পের কর্মীরা এসব প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা করেন। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা দেওয়া হয়, যার মধ্যে ছিল কমিটি পরিচালনায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, ককাস নির্বাহী কমিটির সদস্যদের ভূমিকা, নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ও সুপারিশের কৌশল, কেস স্টাডি পরিচালনা এবং তদন্ত করা। এছাড়া তহবিল সংগ্রহ, মানবাধিকার রক্ষায় কর্মরত অন্যান্য গোষ্ঠী, সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর বিষয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেওয়া হয়।

ন্যায়বিচার প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি, নারী/মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ, একজন মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ঝুঁকিতে পড়লে সে তথ্য কত দ্রুত ছড়িয়ে দেওয়া ও তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়– এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আলোচনা হয়।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে ওইসব প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। যশোর, রংপুর ও নীলফামারীতে কর্মশালাগুলো অনুষ্ঠিত হয়

সাংবাদিকদের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তায় নিউজ নেটওয়ার্ক গণমাধ্যমের সম্পাদক, নির্বাহী সম্পাদক, বার্তা সম্পাদক, সহ-সম্পাদক ও প্রতিবেদকদের পেশাগত ঝুঁকি বিশ্লেষণ এবং নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিষয়ে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। কেননা সাংবাদিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি ক্রমাগত একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী অনেক সাংবাদিকই তাদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে খুব বেশি সচেতন ছিলেন না এবং অনেকেই প্রথমবারের মতো এ ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশ নেন। এই কর্মশালার লক্ষ্য ছিল সাংবাদিকদের ঝুঁকি ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে ধারণাশক্তি বাড়ানো, যাতে তারা সহিংসতা, হামলা, হুমকি ও সংঘর্ষের মতো পরিস্থিতি থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পারেন।

সাতক্ষীরায় প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন জেলা পুলিশ সুপার মো. সাজ্জাদুর রহমান - নিউজ নেটওয়ার্ক

এই কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ২৪০ জন গণমাধ্যমকর্মীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে রংপুর, দিনাজপুর, সাতক্ষীরা ও যশোরে প্রশিক্ষণ কর্মশালাগুলো অনুষ্ঠিত হয়।

যশোরে সাংবাদিকদের ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও নিরাপত্তা পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কর্মশালা - নিউজ নেটওয়ার্ক

মানবাধিকার সাংবাদিকতা ফেলোশিপ সম্পন্ন করলেন নারী সাংবাদিকরা

মানবাধিকার সাংবাদিকতা ফেলোশিপ সম্পন্নকারী সাংবাদিকদের সঙ্গে রাজশাহীর জেলা প্রশাসক এস.এম. আবদুল কাদের, বাংলাদেশে ডেলিগেশন অব ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রোগ্রাম ম্যানেজার (গভর্ন্যান্স ও মানবাধিকার) লায়লা জেসমিন বানু, নিউজ নেটওয়ার্ক সম্পাদক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শহীদুজ্জামান এবং অন্যরা - নিউজ নেটওয়ার্ক

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তা ও নিউজ নেটওয়ার্কের তত্ত্বাবধানে ২০ জন তরুণ নারী সাংবাদিক রাজশাহীতে মানবাধিকার সাংবাদিকতা বিষয়ে চার মাসের ফেলোশিপ সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন।

২০১৮ সালের ২৭ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানে ফেলোশিপ সম্পন্নকারীদের আনুষ্ঠানিক সনদ প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে রাজশাহীর জেলা প্রশাসক (ডিসি) এস. এম. আবদুল কাদের ফেলোশিপ সম্পন্নকারীদের হাতে সনদ তুলে দেন। নিউজ নেটওয়ার্ক সম্পাদক শহীদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে ডেলিগেশন অব ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রোগ্রাম ম্যানেজার (গভর্ন্যান্স ও মানবাধিকার) লায়লা জেসমিন বানু। রাজশাহীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. আলমগীর কবির, দৈনিক সোনালী সংবাদের সম্পাদক মো. লিয়াকত আলী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড. মো. মোজাম্মেল হোসেন বকুল এবং রাজশাহীর সাংবাদিক আবুল কালাম আজাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

> এই ফেলোশিপের মধ্যে ছিল মাসব্যাপী ইন-হাউস প্রশিক্ষণ এবং রাজশাহী নগর-ভিত্তিক সংবাদপত্রগুলোতে তিন মাস মেয়াদি ইন্টার্নশিপ। ফেলোশিপের উদ্দেশ্য ছিল সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে নারীদের উৎসাহিত করা এবং তারা যাতে নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষা করতে পারে সে জন্য তাদের সক্ষমতা বাড়ানো

এই ফেলোশিপের মধ্যে ছিল এক মাসব্যাপী ইন-হাউস প্রশিক্ষণ এবং রাজশাহী নগর-ভিত্তিক সংবাদপত্রগুলোতে তিন মাস মেয়াদি ইন্টার্নশিপ। ফেলোশিপের উদ্দেশ্য ছিল সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে নারীদের উৎসাহিত করা এবং তারা যাতে নারী ও মেয়েদের অধিকার রক্ষা করতে পারে সে জন্য তাদের সক্ষমতা বাড়ানো।

রাজশাহীর জেলা প্রশাসক এস.এম. আবদুল কাদের নারী সাংবাদিকদের সহযোগিতা প্রদানের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন। ফেলোশিপ সম্পন্নকারীদের উৎসাহ দিয়ে তিনি বলেন, 'নারী সাংবাদিকরা তাদের অবদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে অনেক বড় ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেন, যা বাংলাদেশ সরকারেরও একটি অন্যতম লক্ষ্য।'

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে লায়লা জেসমিন বানু ফেলোশিপ সম্পন্নকারী নারী সাংবাদিকদের

অগ্রগতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। এ বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'আমি অনেক ভালো লাগা ও আত্মতুষ্টি নিয়ে ঢাকায় ফিরে যাচ্ছি।'

দৈনিক সোনালী সংবাদের সম্পাদক ও প্রকাশক লিয়াকত আলী বলেন, 'রাজশাহীর মিডিয়া হাউসগুলোর জন্য এই ফেলোশিপ প্রোগ্রাম ছিল একটি ইতিবাচক কার্যক্রম। এর একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে বলে আমি বিশ্বাস করি। সাংবাদিকতা পেশায় তাদের স্বাগত জানাতে আমরা প্রস্তুত।'

রাজশাহীর জেলা প্রশাসক এস. এম. আবদুল কাদের মানবাধিকার সাংবাদিকতা ফেলোশিপ সম্পন্নকারীদের হাতে সনদ তুলে দেন - নিউজ নেটওয়ার্ক

অনুষ্ঠানে ফেলোশিপ সম্পন্নকারী কয়েকজন তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। রওনক আরা জেসমিন তাদেরই একজন।

এই ফেলোশিপের আয়োজক ও পৃষ্ঠপোষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জেসমিন বলেন, 'আমার জীবনে এমন একটি সুযোগ আসবে তা কখনও ভাবিনি। এই ফেলোশিপ আমাকে বদলে দিয়েছে। আমাকে উৎসাহিত করেছে। মানুষের জন্য সাংবাদিকতা করতে এটি আমাকে দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী করে তুলেছে।'

আরেক অংশগ্রহণকারী জয়শ্রী রানি সরকার বলেন, 'এই চার মাসের ফেলোশিপ প্রোগ্রাম থেকে আমি বাস্তবসম্মত অনেক কিছু শিখেছি, যা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিষয়ে চার বছরের স্নাতক কোর্সে আমার শেখার অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেছে। এটি সত্যিই আমাকে সাংবাদিক হতে উৎসাহিত করেছে।'

সম্পা বিশ্বাস বলেন, 'এই ফেলোশিপ আমার জন্য দ্বার উন্মোচন করেছে এবং আমাকে সাংবাদিক হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। এখন অর্জনের সময় এসেছে। ছোটবেলা থেকেই এটি আমার স্বপ্ন ছিল।'

মানবাধিকার সাংবাদিকতা ফেলোশিপ সম্পন্নকারীরা - নিউজ নেটওয়ার্ক

মেধা আর সম্ভাবনার ইতি বাল্যবিয়েতে

জোবায়দা শিরিন জ্যোতি

কাজলী খাতুন সাথী (১৮) প্রাথমিকে নিয়মিত প্রথম হতেন। মাধ্যমিকে তা আর ধরে রাখতে পারেননি। নানাজনে দেখতে আসত, বাড়িতে বিয়ে নিয়ে কথা চলত। সমাজ সংসারের বাঁধনে আটকা পড়ে সাথীর স্বপ্ন ও মেধা আর বিকশিত হয়নি। পদ্মাপাড়ে বস্তি এলাকায় দেড় বছরের মেয়েসহ স্বামীকে নিয়ে বাস করছেন এক সময়ের মেধাবী এই ছাত্রী।

সাথীর বাবা মো. জালাল উদ্দিন কৃষিকাজ করেন। মা জাহেমা বেগম। পরিবারে বাবা-মা, তিন বোন ও এক ভাই। ১৫ বছর বয়সে নবম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় বিয়ে হয় তার। প্রাইমারি পাস করার পরই শুরু হয় সাথীর বিয়ের চেষ্টা। বাবা লেখাপড়ার খরচ দিতে চাননি। স্কুলে পড়ার খরচ না লাগলেও বই-খাতা কেনা থেকে শুরু করে আনুসঙ্গিক খরচ চালাতে বাবা রাজি ছিলেন না। এছাড়া নিরাপত্তার অজুহাতে সাথীকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া হয়। বয়স ১৮ না হলেও কাগজ-কলমে 'প্রাপ্তবয়স্ক' দেখানো হয় তাকে।

সাথী জানান, তিনি প্রথমে মত দেননি। পরে বাবা যখন বলেছেন, আর লেখাপড়া করাতে পারবেন না, তখন বাধ্য হয়েই বিয়েতে মত দিতে হয়।

প্রাথমিকে সব ক্লাসেই প্রথম হলেও পরে বিয়ের চাপে সাথীর আর ভালোভাবে লেখাপড়া করা হয়নি। বিয়ের সময় স্বামীর বয়স ছিল ২১। বিয়ের পরে ৪-৫ মাস ভালোই ছিল। তারপর শুরু হয় শাশুড়ির মানসিক নির্যাতন। বাপের বাড়ির জিনিস না আনতে পারাটাই সাথীর দোষ হয়ে দাঁড়ায়! এরই মধ্যে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েন। সন্তান পেটে থাকা আবস্থায় ভারী কাজ করতে হয় তাকে। কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর তার ওজন কমতে থাকে।

সাথী জানান, এখন প্রায়ই মাথা ঘোরায়, দুর্বল লাগে। সন্তান হওয়ার পর পুষ্টিকর খাবার পাননি। তাই মা আর মেয়ে দুজনেই ওজনস্বল্পতা ও অপুষ্টিতে ভুগছেন।

অর্থনৈতিক সামর্থ্য ছিল না বলে বাবা-মায়ের সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য হন সাথী। শত অত্যাচার অবহেলাতেও সংসার ছাড়েননি। সাথী বলেন, 'বিয়ে মানুষের জীবনে একবারই হয়। আমার বাবা-মা অনেকবার ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছে। কিন্তু আমি যাইনি।'

যে বাড়িতে সাথী থাকেন সেটি শাহানার। ২৪ বছর বয়সী শাহানাকে দেখে তার বয়স বোঝার উপায় নেই। পরিশ্রম আর চিন্তার স্পষ্ট ছাপ মুখে। মাত্র ১২ বছর বয়সে বিয়ে হয়। খেলনা-হাঁড়িপাতিল হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সত্যিকারের সংসারের দায়িত্ব দেওয়া হয় কাঁধে। কম বয়সে বিয়ে হওয়ায় শারীরিক-মানসিক নানা সমস্যার সম্মুখীন শাহানা। ১৪ বছর বয়সে তিনি প্রথম সন্তানের জন্ম দেন। বছর দুয়েক আগে স্বামী সেলিম মারা যান। দুই মেয়ের জননী শাহানা এখন মানুষের বাড়িতে কাজ করেন।

শাহানা বলেন, 'ছোটতেই বিয়ে হয়ে গেছে। লিখাপড়া শিখতে পারি নাই। চাকরি-বাকরি করতে তো লিখাপড়া করতে হয়। বিদ্যা নাই, তাই লোকের বাড়িত গিয়া কাজ করি।'

'বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন ২০১৭'-এর ধারা ৮ অনুযায়ী কোনো অভিভাবক বাল্যবিয়ে দিলে তার ৬ মাস থেকে ২ বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয়দণ্ডের বিধান রয়েছে। জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি রাজশাহীর সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট দিল সিতারা চুনি বলেন, 'যে শাস্তির বিধান করা হয়েছে, তা আসলে খুবই কম।' আইনের নতুন সংশোধনীতে বিশেষ কারণবশত বিয়ের বয়স কমানোর বিষয়ে তিনি বলেন, 'মুসলিম বিয়ে হলো একটা কন্ট্রাক্ট। কম বয়সী একটা মেয়ের ক্ষেত্রে এটি গ্রহণ করা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়।'

চ্যালেঞ্জ

বিশ্বে বাল্যবিয়ের সর্বোচ্চ হারের দিক থেকে বাংলাদেশ অন্যতম। বাল্যবিয়ে একটি প্রথা, যা নারীদের ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সামাজিক মূল্যবোধ ও অসম অবস্থানকে প্রতিফলিত করে। বাংলাদেশে নারীদের প্রায়ই আর্থিক বোঝা হিসেবে দেখা হয়। তবে বাল্যবিয়ে গত ৩০ বছরে ধীরে ধীরে হলেও কমেছে। দারিদ্র্য ও অশিক্ষা এক্ষেত্রে নির্ধারণী বিষয়। কিন্তু প্রমাণ বলে যে, সব ধরনের পটভূমি ও সামাজিক বিভাজনের মধ্যে বাল্যবিয়ের চর্চা হয়।

দেশে ৫০ শতাংশের বেশি নারী যাদের বয়স এখন ২০-এর মাঝামাঝি, তাদের ১৮ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়েছে। আর প্রায় ১৮ শতাংশের বিয়ে হয়েছে ১৫ বছর বয়স হওয়ার আগেই। দক্ষিণ এশীয় সংস্কৃতিতে সন্তানদের বিয়ের ক্ষেত্রে বাবা-মা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন।

পরিবারের সম্মান রক্ষার ক্ষেত্রে নারীরা যেন বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কোনো মেয়ে শিশু যখন কৈশোরে পৌঁছায়, তখন বাবা-মা তার সম্ভ্রম রক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। বাল্যবিয়ে রোধ করার ক্ষেত্রে এটি মূল বাঁধা।

প্রতিবেদন ও ছবি ইউনিসেফ বাংলাদেশ

▪ **জোবায়দা শিরিন জ্যোতি**, ফেলো, মানবাধিকার বিষয়ক সাংবাদিকতা ফেলোশিপ

বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির ইতিহাস উদ্বেগজনক

এএএম মুনীর চৌধুরী

১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, তাদের মিত্র ও দেশীয় স্বাধীনতা-বিরোধীরা গণহত্যা, গণধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও নিপীড়ন-নির্যাতন করে। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রক্ষমতা দখলে খুনোখুনি, রক্তপাত ও সামরিক শাসন জারি, স্বৈরাচারী শাসন, একদলীয় শাসন, অকার্যকর সংসদসহ নানা কারণে রাষ্ট্রে আইনের শাসন বাস্তবায়নের পথ বারবার বাধাগ্রস্ত হয়।

২০১৮ সালে ৮ ডিসেম্বর রংপুরে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার রক্ষাকারীদের কেন্দ্রীয় ককাস 'বাংলাদেশ হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস ফোরামের' (বিএইচআরডিএফ) বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থাপিত মূল প্রবন্ধে এসব কথা বলা হয়। 'মানবাধিকারকর্মীর রক্ষাকবচ: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন আইনজীবী ও মানবাধিকারকর্মী এবং রংপুর জেলা ককাস নির্বাহী কমিটির সদস্য এএএম মুনীর চৌধুরী।

এতে বলা হয়, বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মানবাধিকারের গ্যারান্টি স্বরূপ নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো সুরক্ষিত ও নিশ্চিত করা হয়েছে। নাগরিকরা মৌলিক মানবাধিকারগুলো উপভোগের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি রিট আবেদনের মাধ্যমে হাইকোর্টে আশ্রয় নিতে পারেন। সংবিধান দ্বারা সুরক্ষিত মৌলিক মানবাধিকার ছাড়াও অন্যান্য বাস্তবায়নযোগ্য আরও অনেক মানবাধিকার প্রসঙ্গ রয়েছে, যেগুলো সাংবিধানিক আইন দ্বারা বলবৎযোগ্য নয়। যেমন- অন্ন, বস্ত্র ও আশ্রয়ের অভাবে নাগরিকদের মানবেতর জীবনযাপন ইত্যাদি। বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সঙ্গে অসামঞ্জস্য আইন প্রচলিত থাকুক বা প্রবর্তিত হোক সেরূপ বিধান বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে

মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের কেন্দ্রীয় ককাসের প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এক প্রতিনিধি - নিউজ নেটওয়ার্ক

বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই রাষ্ট্রে নাগরিকদের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উপভোগের ক্ষেত্রে আইনি ভিত্তি বেশ মজবুত। আরও স্বস্তির বিষয় এই যে, বাংলাদেশ সংবিধানে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এই সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর রয়েছে।

> বাংলাদেশের সংবিধান ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী এই রাষ্ট্রে নাগরিকদের মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উপভোগের ক্ষেত্রে আইনি ভিত্তি বেশ মজবুত। আরও স্বস্তির বিষয় এই যে, বাংলাদেশ সংবিধানে মানবাধিকার সংরক্ষণ ও নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে

প্রবন্ধে আরও বলা হয়েছে, সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের বিচার নিষ্পন্ন হওয়া ও মুক্তিযুদ্ধকালে মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনকারীদের চলমান বিচার প্রক্রিয়ায় দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার হয়েছে। তবে দারিদ্র্য, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অশিক্ষা-অসচেতনতা, বাল্যবিয়ে, কুসংস্কার ইত্যাদি মানবাধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। সামাজিক জীবনে হত্যা, নারী ও শিশু নির্যাতন, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, মানবপাচার, অপহরণ, গুম, বিনা বিচারে আটক ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় দেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মী ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে।

প্রবন্ধে বলা হয়, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কমিশন মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিতকরণে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারছে না। ফলে মানুষের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা মনিটরিং ও সুরক্ষার কাজে বেসরকারি মানবাধিকার সংস্থা, মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সমাজকর্মী, উন্নয়নকর্মী এবং সুশীল সমাজ কাজ করে যাচ্ছে।

ছবিতে কুড়িগ্রাম জেলা সদরে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টার্ট-আপ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং উপকারভোগীদের একাংশ - নিউজ নেটওয়ার্ক

প্রকল্পে অর্থায়নকারী ইউরোপীয় ইউনিয়ন ২৮টি সদস্য রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত। সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের জ্ঞান-সম্পদ বিনিময় ও ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, সহনশীলতা এবং স্বাধীনতা বজায় রেখে বিগত ৫০ বছর ধরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলো একসঙ্গে থেকে স্থায়িত্ব, গণতন্ত্র চর্চা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন তার অর্জনসমূহ এবং মূল্যবোধ সদস্য রাষ্ট্রগুলোর বাইরের দেশ ও মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ইউরোপীয় কমিশন ইউরোপীয় ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী পরিষদ।

প্রকাশনা

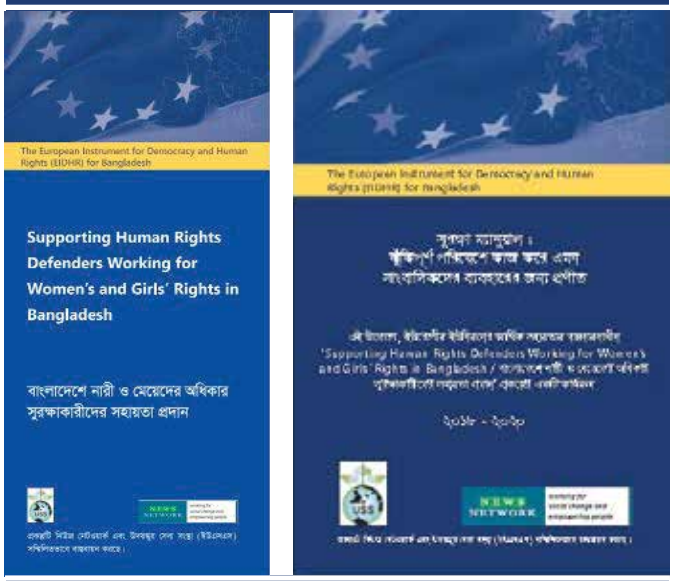

NEWS NETWORK
working for social change and empowering people

নারী ও মেয়েদের মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ

সম্পাদনা পর্ষদ

মোশফেকা রাজ্জাক
হাবিবুর রহমান মিলন
রেজাউল করিম
সদরুল আলম দুলু

প্রকাশক: নিউজ নেটওয়ার্ক

সড়ক-২, বাড়ি-৮, ধানমন্ডি ১২০৫, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০২ ৫৫১৬৬২৩৯, ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৫৫১৬৬২৩৮
ই-মেইল: info@newsnetwork-bd.org
www.newsnetwork-bd.org
facebook.com/newsnetworkbangladesh